[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আমড়ায় প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় এটি খেলে স্কার্ভি রোগ এড়ানো যায়। বিভিন্ন প্রকার ভাইরাল ইনফেকশনের বিরুদ্ধেও লড়তে পারে আমড়া। অসুস্থ ব্যক্তিদের মুখের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়।

সর্দি-কাশি-জ্বরের উপশমেও আমড়া অত্যন্ত উপকারী। শিশুর দৈহিক গঠনে ক্যালসিয়াম খুব দরকারি। ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস এই আমড়া। শিশুদের এই ফল খেতে উৎসাহিত করতে পারেন। এছাড়া এটি রক্তস্বল্পতাও দূর করে। কিছু ভেষজ গুণ আছে আমড়ায়। এটি পিত্তনাশক ও কফনাশক। আমড়া খেলে মুখে রুচি ফেরে, ক্ষুধা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

আমড়ায় থাকা ভিটামিন সি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। খাদ্যে থাকা ভিটামিন এ এবং ই এটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে দেহকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করে। দাঁতের মাড়ি শক্ত করে, দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত, পুঁজ, রক্তরস বের হওয়া প্রতিরোধ করে আমড়া।

এর ভেতরের অংশের চেয়ে বাইরের খোসাতে রয়েছে বেশি ভিটামিন সি আর ফাইবার বা আঁশ, যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে দ্বিগুণ শক্তিশালী। আর আঁশজাতীয় খাবার পাকস্থলী (স্টমাক), ক্ষুদ্রান্ত, গাছহদন্ত্রের (পেটের ভেতরের অংশবিশেষ) জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংক দলিল লেখক বুলবুল

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংকের নাম দলিল লেখক বুলবুল। তিনি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অফিসে পরিচিত। তিনি অফিসের কোন সরকারি স্টাফ নন। শুধু সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের খুব কাছের লোক তিনি।

দলিল লেখক হয়েও বুলবুলের ইঙ্গিতে কার দলিলে কত টাকা নেওয়া হবে,

কার দলিল আগে রেজিস্ট্রি হবে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অল্প বয়সী এই বুলবুলের সামনে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ দলিল লেখকদেরও কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রচণ্ড ভয়ে সবাই তাকে বড় বাবু বলেও সন্মোধন করে থাকে।

সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় মামুন বাবরের যোগদানের পর থেকে ছিন্নমূল থেকে উঠে আসা দলিল লেখক বুলবুল সাব-রেজিস্ট্রারের সুনজরে পড়ে যান। তিনি দলিল লেখা বাদ দিয়ে মামুন বাবরের সেরেস্তার পাশে তার জায়গা হয়। আর এতেই গত তিন বছরে বুলবুল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বনে যান। গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন আলমডাঙ্গা শহরে। কিনে ফেলেন আনন্দধাম প্রধান সড়কের পাশ ঘেষে একটি বাড়ি।

অফিস সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে দলিল প্রতি নানা অজুহাতে যে অবৈধ হাজার হাজার টাকা দিতে হয় তা মামুন বাবর নিজে হাতে নেন না। টাকা নেন বুলবুল। অনেকের মতে, বুলবুল দিনভর নিজের পকেটে ভরা সেই টাকার ঠিক হিসেবও দেন না। নিজের কাছেও একটি অংশ রেখে দেন। আবার সন্ধ্যার পর অফিস শেষে অবৈধ আয়ের আরও একটি অংশ পান তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন দলিল লেখক জানান, গত তিন বছরে বুলবুল কাড়ি কাড়ি টাকা পকেটে ভরেছে। কিন্ত সেই অবৈধ টাকা নিয়ে অফিসের কেউ আপত্তি না তুললেও বুলবুলের হুমকি-ধামকি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। দলিল প্রতি অবৈধ টাকা দিতে কেউ একটু কমবেশী করলে তিনি তার দলিল রেজিস্ট্রি করা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

এরপর দিনভর বুলবুলের পেছনে ঘুরে ঘুরে দাবি অনুযায়ী টাকা দিয়ে সন্ধ্যা বাদে দলিল রেজিস্ট্রি করাতে হয়। এর হেরফের হলেই দলিল লেখকদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিয়ে থাকেন বুলবুল। বুলবুলের অত্যাচার আতংক ছড়িয়ে রেখেছে পুরো সাব-রেজিস্ট্রি অফিসজুড়ে।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা ও দলিল লেখক বুলবুলের সীমাহীন অত্যাচারের বর্নণা শুনে এর সমাধানে এগিয়ে আসেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। উপজেলার এই সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার উদ্যেগকেও আমলে নেননি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর।

সপ্তাহ পার হলেও তিনি সকালের অফিস দুপুরে আবার কখনও বিকেলে আসা বাদ দেননি। উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার বেজায় নাখোশ

হয়েছেন মামুন বাবরের ওপর। তারা আইনী পথেই হাটছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, “মামুন বাবরকে আলমডাঙ্গায় চাকুরী করতে হলে সকালের অফিস সকালেই করতে হবে। আর তা না হলে তাকে আলমডাঙ্গা ছাড়তে হবে।”

গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকের দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে।

রোগীর পরিবারের লোকজন জানান, রবিবার রাত দুইটার দিকে উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত ইসাহাক কারীর ছেলে সিরাজুল ইসলাকে মুমূর্ষ অবস্থায় একজন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় তার পরিবারের লোকজন। সেখানে কর্তব্যরত কাউকে দেখতে পায়নি তারা। প্রায় আধা ঘন্টা যাবৎ উচ্চস্বরে ডাকাডাকির পর কোন সাড়া না পেয়ে সাংবাদিককে ফোন দেই রোগীর পরিবার।

ওই রাতেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের সেবা ২৪ ঘন্টা অব্যাহত রয়েছে ১০৯ নম্বর রুমে ডাক্তার রয়েছে। রুগীর পরিবারের লোকজন বাস্তবে দেখে ১০৯ নম্বর রুমে তালা ঝুলানো ভিতর লাইট এবং ফ্যান চলছে।

একটু পরেই ডাঃ রিয়াজুল আলম জানান ১০১ নাম্বার রুমে ডাক্তার দেবাশীষ রয়েছে এবং সেই সাথে বলেন আপনি একজন সরকারি কর্মকর্তাকে এত রাতে বিরক্ত করছেন আপনাকে আমলে নিলাম।

এরপর ডাক্তার নার্স রোগীর পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ দেবাশীষ জানান, রোগীর লোকজন দরজায় নক না করে ফ্লোরে ছুটাছুটি করেছে। একবার চিৎকারের শব্দ শুনেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ওয়ার্ডের কোন রোগীর বা বাইরের কোন শব্দ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম তার কথা পরিবর্তন করে বলেন আপনাকে নয় তথ্যটি আমলে নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় সবাই হাসপাতালে ছিল খুঁজে না পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বিষয়টি অবগত হলাম। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

দামুড়হুদায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয়ে নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে ৩ সন্তানের জননী শুকজান খাতুন (৪০) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুকজান খাতুন হচ্ছেন- মোক্তারপুর গ্রামের মাঠাপাড়ার ফজলুর রহমানের স্ত্রী। তিনি ৩ সন্তানের জননী। স্থানীয় ও পারিবারিকসুত্রে জানাগেছে, গতকাল নিজ বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে যায়।

এসময় বিদ্যুতে তারে অসাবধানতাবশত ছেঁড়া জায়গায় হাত পড়লে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেলে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে। গতকাল মাগরিবের নামাজের পর মুক্তারপুর কবরস্থানে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মুসুল্লিদের উপস্থিতে মৃতব্যক্তির জানাযা শেষে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বর হাসান আলী সাংবাদিকদের জানান, বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে গেলে ছেঁড়া জায়গায় অসাবধানবসত হাত পড়লে তিনি

ঘটনাস্থলেই মারা যান। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুর গাংনীতে নদীতে নিখোঁজ তামিমের মরদেহ উদ্ধার

অবশেষে মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ তামিম হোসেনের (১০) মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল।

সোমবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপত কর্মকর্তা ইছাহাক আলী জানান,ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘন্টার সন্ধান করার পর মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তামিমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ডুবুরী দলের প্রধান ডিএডি মো: শরিফুল ইসলাম জানান, নদীতে পানি বেশি ও স্রোত থাকার কারনে তামিমের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ৫ কিলোমিটার দুরে ভেসে যায়।

তার মরদেহ নির্মানাধীন একটি ব্রীজের কাছে আটকিয়ে যাওয়ার কারনে লাশ বেশি দুরে যেতে পারেনি। তামিমের মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য: রবিবার দুপুর ২ টায় উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয় তামিম।

নিখোঁজ তামিম হোসেন কাজিপুর বুড়িপুতা এলাকার কাবের হোসেনের ছেলে।

আলমডাঙ্গায় করোনায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় করোনায় মারা গেলেন মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট (অবঃ) আহসান আলী মৃধা (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তিনি সোমবার সকালে যশোর সিএমএইচ‘এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন।

সোমবার দুপুরে নিহতের লাশ আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে আনা হয়। এখানে জেলা পুলিশের একটি চৌকশ দল তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর স্থানীয় প্রশাসন ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে দারুস সালাম কবরস্থানে তামে সমাহিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, সহকারী কমিশনার (ভুমি) হুমায়ুন কবীর, থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের মৌলানা ওমর ফারুক।

মৃত্যুকালে আহসান মৃধার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে পরিবেশ দূষণ করে খামার স্থাপনের অভিযোগ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঈদগাহ ময়দান, কবরস্থান ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সাথেই গরু ছাগলের খামার স্থাপন করছেন

একই গ্রামের আব্দুল করিমের পুত্র ধনীউল্লাহ।

এ নিয়ে গত ১২/০৮/২০২০ তারিখে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন তিন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সেক্রেটারি প্রধান শিক্ষক সহ সাধারণ জনগণ।
সেই অভিযোগের ভিত্তি তে আজ সোমবার সরজমিনে তদন্ত করতে আসেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মস্তফা জামান।

তিনি বলেন, আমি চাই বাংলাদেশ তথা সকল স্থানে খামার স্থাপন হোক কিন্তু খামার স্থাপন করতে গিয়ে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দূষণ হোক সেটা আমি চাই না। তাছাড়াও আপনাদের এই জমিতে প্রবেশ করার মত কোন পথ নেই। আপনাদের আসতে হলে স্কুলের খেলার মাঠের উপর দিয়ে আসতে হবে। সেই ক্ষেত্রেও আপনার খামার পরিচালনা করতেও সমস্যা হবে। সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্টানের তো বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হবেই।

এ বিষয়ে কবরস্থান কমিটির সভাপতি মোফাজ্জেল আলী জানান, বার বার নিষেধ করার পরেও তারা খমার স্থাপন করেই চলেছে। এবং এই খামার হলে আমাদের জানাযার নামাযের ব্যাঘাত ঘটবে।

এ বিষয়ে কুকুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম জানান, আমাদের স্কুল এন্ড কলেজের খেলার মাঠের সাথেই স্থাপন হচ্ছে এই গরু ছাগলের খামার যা ছেলে মেয়েদের খেলা ধুলা করতে সমস্যা হবে। সেই সাথে পাশেই ক্লাসরুম ছেলে মেয়েদের ক্লাস করাতে গিয়েও দুর্গন্ধ ছুটতে পারে। তাছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ক্ষুন্ন হবে।

এ বিষয়ে গাড়াবাড়ীয়া জান্নাতুল মাওয়া ঈদগাহ ময়দানের সভাপতি রেজাউর রহমান জানান, আমাদের ঈদগাহ ময়দানের মিনারের সাথেই এই খামারটি স্থাপন করছেন যা আমাদের ঈদের নামাযের ব্যাঘাত ঘটাবে। এবং ঈদগাহ ময়দানের প্রাচীর সহ আশেপাশে গরু ছাগলের মলে দুর্গন্ধ সহ নোংরা সৃষ্টি হবে। তাই আমরা উপজেলা প্রসাশন বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ তদন্ত করে গেছেন।

এ বিষয়ে খামারের মালিক ধনী উল্লাহ বলেন, বেশি গরু পালনের সিদ্ধান্ত নেই। কোন রকম খামার টি কষ্ট করে দাঁড় করাচ্ছি। পরে আমার জমির এরিয়ায় উচা করে ঘিরে নিলে কোন রকমই দুর্গন্ধ ছড়াবে না।

তার জমির নিজস্ব কোন পথ আছে কি জিজ্ঞেস করলে বলেন নেই। তবে জানান খেলার মাঠের উপর দিয়েই আমরা বর্তমানে চলাচল করছি।

কুর্মিটোলায় ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ: চার্জ গঠন ২৬ আগস্ট

রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতাল এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার মজনুর বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত। আগামী ২৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে।

রোববার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার এই আদেশ দেন।

এর আগে ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার অভিযোগপত্রে ১৬ জনকে সাক্ষী করা হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনসহ মামলার আলামত হিসেবে ২০ ধরনের জিনিসপত্র জব্দ দেখানো হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলা হয়, গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী রাজধানীর কুর্মিটোলা বাসস্ট্যান্ড থেকে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গলফ ক্লাবসংলগ্ন স্থানে পৌঁছান। এ সময় আসামি মজনু তাকে তুলে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ওই শিক্ষার্থীর বাবা ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা করেন। পরে র্যা ব-১ অভিযান চালিয়ে মজনুকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর রিমান্ডে মজনু ওই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করে। পরে ১৬ জানুয়ারি আদালতে সে এ বিষয়ে জবানবন্দিও দেয়। পুলিশ আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলেছে, আসামি মজনু একজন অভ্যাসগত

ধর্ষক (সিরিয়াল রেপিস্ট)। প্রতিবন্ধী ও ভ্রাম্যমাণ নারীদের ধর্ষণ করে আসছিল সে।

সূত্র- যুগান্তর

গভীর সমুদ্র থেকে টুনা সংগ্রহের পরিকল্পনা, নেয়া হচ্ছে “পাইলট প্রকল্প”

বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। দেশে বর্তমানে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৪২.৭৭ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মাছ মোট ৩৬.২২ লাখ মেট্রিক টন ও উপকূলীয় সামুদ্রিক মাছ ৬.৫৫ লাখ মেট্রিক টন। তবে সমুদ্রে অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহ করা হয় না। গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ আহরণ করলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উপরে উঠে যাবে।

মিয়ানমার ও ভারতের দখল থেকে মুক্ত হয়ে মোট এক লাখ ৩১ হাজার ৯৮ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। নীল জলরাশির তেল, গ্যাস, মাছসহ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষা ও এর আহরণে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে সৎ ও দক্ষ জনবল গড়তে চায় সরকার।

দেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াতে কয়েকটি ভ্যাসেল কেনার পরিকল্পনা করছে মৎস্য অধিদপ্তর। এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে বেশি পরিমাণে টুনা মাছ আহরণ করা হবে। ‘গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প’ হাতে নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১ কোটি ৬ লাখ টাকা।

আগামীকাল মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটি উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেলে চলতি মাস থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের

এ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) রমজান আলী জানান, সামনে দেশে মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য আমরা বেশকিছু প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছি। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মাছ উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। সামুদ্রিক মাছ বলতে উপকূলীয় এলাকা থেকে উৎপাদিত মাছ।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখন গভীর সমুদ্রে থেকে সরকারিভাবে টুনা মাছ আহরণে ব্যাপারে ভাবছি। এতে করে দেশে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়বে। এ জন্য ভ্যাসেলও কেনা হবে। ভ্যাসেল কেনার পরেই আমরা গভীর সমু্দ্র থেকে টুনা মাছ ধরবো। আহরণ না থাকায় টুনা মাছ অনেক দামি। সাধারণ মানুষ খেতে পারেন না। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের মতো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবো সুস্বাদু টুনা মাছ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন